টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক
জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা
★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সম্ভব কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।
জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৪শে বৈশাখ বুধবার, ১৩৭৬ ইং 7th May 1969 | ৪৯শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ ১৭, বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ
এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরানো পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সরল ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।
• ধুলো, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
বিপুলতা আকার।
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
১৭, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

এই তো খেলার দিন—
ক্রিকেট, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন।
উল ও প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদি পাওয়া যায়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
কর্মাধ্যক্ষ—খেলা ঘর
রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী, মুর্শিদাবাদ

বিশেষ ঘোষণা
২৫শে বৈশাখ '৭৬ থেকে এক পক্ষকাল রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশ্বভারতী প্রকাশিত গ্রন্থে এবং অন্যান্য গল্প, উপন্যাস ও ধর্মগ্রন্থে শতকরা ১২½ টাকা হারে সর্বস্তরের ক্রেতাকে কমিশন দেওয়া হবে।
ষ্টুডেন্টস্ ফেভারিট
রঘুনাথগঞ্জ — ফোন ৪৪

আমাদের ত্রুটি

অনিবার্য্য কারণে গত ১৭ই বৈশাখ '৭৬ ইং ৩০-৪-৬৯ তারিখের "জঙ্গিপুর সংবাদ" প্রকাশ করা হয় নাই। তজ্জন্য আমি ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। প্রকাশক, "জঙ্গিপুর সংবাদ"

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে বৈশাখ বুধবার সন ১৩৭৬ সাল।

॥ "জনম-মরণ পা ফেলা আর পা তোলা তোর" ॥

এই প্রথম কর্মরত অবস্থায় ভারতের একজন রাষ্ট্রপতি অমরধামে চলিয়া গেলেন। প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ অবসর গ্রহণের পর বিদায় লইয়াছিলেন। দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহে এখন অবসর যাপন করিতেছেন। ডঃ জাকির হোসেনের মৃত্যু কোন ভূমিকা না লইয়াই উপস্থিত হইয়াছিল। ভারতবাসী বিন্দুমাত্র জানিতে পারে নাই যে, তাহাদের প্রিয় নেতাকে এইভাবে বিদায় দিতে হইবে। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "দেশকে শক্তিশালী ও সুন্দর করে গড়ে তোলাই হবে আমার কাজ।" জীবনেয় সত্তরটি বসন্তকাল অতিক্রম করিলেও তিনি তাঁহার মন্ত্র ভুলেননি। সুস্থ, সবল, কর্মঠ, এই পুরুষটি চিরদিন কর্মের মহান্ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সারা জাতির পরমাত্মীয়ের বিয়োগ ব্যথা আজ সর্বত্র পরিলক্ষিত। তাঁহার মৃত্যু কর্মীর মৃত্যু, বীরের মৃত্যু।

দলীয় রাজনীতি তিনি কোন দিন করেন নাই। অথচ এই মানুষটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন খুবই নৈষ্ঠিক সৈনিক। তাই গান্ধী-নেহরুর সংস্পর্শে থাকিয়া সুদীর্ঘকাল দেশের সেবা করিয়াও তিনি আপন স্বকীয়তা বজায় রাখিয়াছিলেন। এই স্বকীয়তার পরিচয় রহিয়াছে শিক্ষাক্ষেত্রে ডঃ জাকির হোসেনের অবদানে। তিনি মনে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন স্বাধীনতা তখনই সার্থক যখন দেশের প্রতিটি মানুষ হবে সুশিক্ষিত। শিক্ষার আলো ছাড়া স্বাধীনতার আলো মূল্যহীন ও নিষ্প্রভ। দিল্লীর জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া নামক এক নূতন ধরণের বিদ্যাকেন্দ্র তাঁহারই প্রচেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা তাঁহার এক লোকবিশ্রুত কীর্তি।

অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে ভারতের রাজনীতিতে তিনি আসিয়াছিলেন স্বাধীনতা প্রাপ্তির উত্তরকালে এবং তাহা তৎকালীন নেতাদের অনুরোধক্রমে। রাজ্যসভার সদস্য হইতে ক্রমশঃ রাজ্যপাল, উপ-রাষ্ট্রপতি এবং পরিশেষে রাষ্ট্রপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন তিনি। ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল তাঁহার পবিত্র ব্রত; তাই তিনি সকলের এতখানি প্রিয় ছিলেন।

১৮৯৭ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী হায়দরাবাদে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি পাঠানবংশোদ্ভূত মধ্যবিত্ত পরিবারের হইলেও তাঁহাদের সাংস্কৃতিক বনেদীয়ানা ছিল। শৈশব হইতে সাধারণ আবহাওয়ায় তিনি মানুষ হন। অযথা আড়ম্বর তাঁহাদের ছিল না। উত্তর প্রদেশের এটোয়ায় বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া আলিগড়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন। শুধু লেখাপড়াতেই নয়, আচার-ব্যবহারের দিক দিয়া তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন ছাত্রাবস্থাতেই। যাঁহার পানে একদা সারা ভারতের কোটি কোটি মানুষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে চাহিবে, তাহার সূত্রপাত্র ডঃ জাকির হোসেনের শিক্ষাজীবনেই শুরু হয়। তাঁহার জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিদ্যা-কেন্দ্রে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আসলে সুষ্ঠুভাবে দেশগঠনের মহান-ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বার্লিন এ থাকিয়া অর্থনীতিতে ডক্টরেটের উচ্চ সম্মান লাভ করেন। আর জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া ছিল তাঁহার ধ্যানের বস্তু। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার নঈ-তালিম শিক্ষার জন্য হিন্দুস্তানী তালিমি সংঘের সভাপতি হিসাবে ডঃ জাকির হোসেনকে মনোনীত করেন। তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকিয়া ইহার নানা সংস্কার সাধন করেন। ভারত সরকারের শিক্ষা বিষয়ক নানা কমিটিতে তাঁহাকে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছিল। তিনি ইউনেস্কোর কার্যনির্বাহক বোরডেও কাজ করিয়াছিলেন। ১৯৫২ সালে তিনি রাজ্যসভার সদস্য হন। ১৯৫৭-য় বিহারের রাজ্যপাল এবং ১৯৬২তে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি এবং ১৯৬৭-এর মে মাসে রাষ্ট্রপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি ছিলেন সুলেখক, সুবক্তা এবং একটি সুরুচিসম্পন্ন মানুষ।

তাঁহার বিদায় আমাদের পরমাত্মীয় বিয়োগ। এই ব্যথায় কোন্ ভারতীয় তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা জানাইবে? যাঁহাকে চোখের জলে বিদায় দিলাম, তাঁহার জন্য শুধু এই কথাই বলিতে পারি—

"আল্লাহ্ম্মা গাফরালানা ওয়াল ওয়ালি-উদ্দিনা ওয়াল জামিউল মোহ-মে-নিন ওয়াল মোমেনাত্ ওয়াল মোছলেমিন ওয়াল মোছলেমাত্।"

স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বাল্যকালে এক ভিখারীকে গান গাইতে শুনেছিলাম :—

"মন, কররে প্রত্যয়,
এই মানুষে আছে নিত্য সত্য চিদানন্দময়।"

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বুঝলাম যে, ঐ ঐশী প্রভাব সত্যই সকল মানুষের মধ্যেই আছে। দ্বেষ, হিংসা, লোভ, রাগ ও পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি মোহ, আমাদের আছন্ন করে রাখায় সেই সচ্চিদানন্দের প্রভাব ম্লান করে আমাদের অমানুষ করে। অতি সামান্য সংখ্যক ব্যক্তিই ঐ সব মোহ অতিক্রম করে শ্রেষ্ঠ মানব হতে পারে। এই মাপকাঠিতে বিচার করলে স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় ঐ ঐশী শক্তিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ মানব (মহৎ ব্যক্তি) বলে গণ্য হন।

পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে কাশীমবাজার ছোট রাজবাটীতে ১৯০৬ সালে কোনো এক উৎসব উপলক্ষে। সেখানে তিনি আহূত হয়েছিলেন ভাঁড়ের ভূমিকায় এবং সমবেত সকলকে আনন্দও দিয়েছিলেন। তার কিছুকাল পরে দুঃসংবাদ পাই যে, তাঁর পুত্র বিয়োগ হয়েছে এবং সেই সঙ্গে শুনি যে, পুত্রটিকে দাহ করতে গিয়ে তিনি এক তেড়ে হুঁকো হাতে করে মস্করামি করছিলেন। দেখে এক ভদ্রলোক জানতে চান

যে, তিনি তখন গান গাইতে পারেন কিনা। প্রশ্ন হতেই তাঁর গান শুরু হলো :—

"দুখ্ দিয়ে বুক ভাঙ্গবে তুমি
তাই ভেবেছো ভগবান।
(আমি) মার খাব তাও কাঁদবো নাকো
পরাণ খুলে গাইবো গান ॥"

গানটি গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রচনা করা এবং তাতে কথা ছিল ছেলেকে ভগবান দিয়েছিলেন, নিয়েছেন, তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না; তবে ভগবান দত্তাপহারী হলেন এই তাঁর দুঃখ। এইজন্য আমি স্বর্গত পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি আকৃষ্ট হই।

পরে জীবনে বহু স্থানে আমরা মিলিত হই এবং আমার শ্রদ্ধা ও তাঁর স্নেহ বেশ নিবিড় হয়ে ওঠে। মুর্শিদাবাদ সভার রজত জয়ন্তী উৎসবে সম্পাদক স্বরূপে আমি তাঁকে আহ্বান করে আনালে সভায় তাঁর নিজের জীবনের কয়েকটি ঘটনা বাক্‌কৌশলে পরিবেশন করেন এবং শ্রোতৃবর্গ সেটাকেই অনুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ অংশ বলে ধরে নিয়েছিলেন।

সব শেষে "দাদাঠাকুর" সিনেমা দেখার জন্য শ্রীমোহনলাল জৈন মহাশয় বহরমপুরে তাঁর "মোহন টকিজ" সিনেমা গৃহে আমার দ্বারা পণ্ডিত মহাশয়কে আমন্ত্রণ করেন। ঐ সময়ে কলকাতায় বৎসরাধিক কাল যাবৎ "দাদাঠাকুর" চলচ্চিত্রখানি সিনেমা গৃহে সগৌরবে প্রদর্শিত হচ্ছিল কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় সেখানে তা দেখেন নি। আমরা এক সঙ্গে বহরমপুর "মোহন টকিজ" সিনেমা গৃহে চলচ্চিত্রখানি দেখি এবং মধ্যাহ্নে একত্রে ভোজন করে পরম আনন্দ লাভ করি।

পণ্ডিত মহাশয় ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন না, তবে কখনও অভাবগ্রস্তও হননি। তার জীবনযাত্রা এতোই সরল ছিল যে, সর্বদা তাঁকে ও তার পরিবারবর্গকে অভাবের উর্দ্ধে রেখেছিল।

পণ্ডিত মহাশয় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন তবে কোনোদিন ছুৎমার্গপন্থী ছিলেন না এবং তাঁর মধ্যে আত্মপর ভেদ জ্ঞান কখনও দেখিনি। যে ঐশী শক্তির কথা নিয়ে প্রবন্ধ আরম্ভ করেছি সেই প্রভাব তাঁর মধ্যে প্রভূত পরিমাণে থাকায় যে দেব ভাব তাঁকে শ্রেষ্ঠ মানব (মহামানব) করে রেখেছিল সেই আত্মা শরীরী হয়ে ফিরে এসে আমাদের দেশে দেব সংখ্যা বৃদ্ধি করুক ইহাই আজকের দিনে একান্ত কামনা করি।

—শ্রীঅম্বিকাচরণ রায়,
য়্যাডভোকেট, বহরমপুর

শোকসভা

৬-৫-৬৯ তারিখে জঙ্গিপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত শোকসভায় বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রীগণ ও কর্ম্মচারীরা অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রপতি সর্ব্বজন পূজ্য পরম শ্রদ্ধেয় ডঃ জাকির হোসেনের তিরোধানে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে।

ডঃ হোসেনের উচ্চ জীবনাদর্শ, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, উদার নৈতিকতা এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার বৈদগ্ধের প্রতি চরম শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছে।

ডঃ হোসেনের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করিতেছে এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।

এই শোক মলিন সভায় তাঁহার অমর আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ দুই মিনিটকাল মৌনতা পালন করা হয়।

নৃশংস হত্যাকাণ্ড
এস, ইউ, সি, কর্মী কমরেড
সীতারাম মণ্ডল নিহত

গত ২৯শে এপ্রিল সকাল আনুমানিক ৫-৩০টার সময় সীতারাম মণ্ডলের পকেট থেকে বিড়ি নেবার অছিলায় মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার গোপালচন্দ্র মণ্ডলের দলভুক্ত নারায়ণ মণ্ডল ওরফে খুদু মণ্ডল তাকে রাস্তার উপর আকস্মিকভাবে জাপটে ধরে এবং দুকড়ি মণ্ডল, নীলু, কুশাই, উমাচরণ, সুখা, নগেন প্রভৃতি সীতারামকে (২৬ বৎসর) লাঠি, গুপ্তি, কাঠের রুল, তেকাঠি, দা দিয়ে গোটা দেহকে ক্ষত বিক্ষত করে। ঐদিন রাত্রি ১২টার সময় জঙ্গিপুর হাসপাতালে কমরেড সীতারাম মণ্ডল মারা যায়। বেসরকারী সংবাদে প্রকাশ, সীতারামের লিভার ফেটে গিয়াছিল। মৃত্যুকালে শয্যার পাশে উপস্থিত পার্টি কর্মীদের মতে মৃত্যুর কিছু পূর্ব পর্যন্ত সীতারাম সম্পূর্ণ সচেতন ছিল। নিহত ব্যক্তির স্ত্রী, দুই বোন, নাবালক ভাই এবং দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা আহতা বৃদ্ধা মাতা বর্ত্তমান। ৩০শে এপ্রিল বেলা ১১টার সময় একটি বিরাট শোক মিছিল মৃতদেহ নিয়ে রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহর পরিভ্রমণ করে শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। এস, ইউ, সির জনৈক প্রতিনিধি বলেন—কমরেড সীতারাম মণ্ডল ধনপৎনগর এলাকায় খাস জমি ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বণ্টনের আন্দোলনের নেতৃত্ব করছিল এবং ঐ খাস জমি দীর্ঘদিন ধরে বেনামীতে গোপালচন্দ্র মণ্ডল এবং তার গোষ্ঠী ভোগ করছিল। মুর্শিদাবাদ জেলা এস, ইউ, সি, নেতা অচিন্ত্য সিংহ এক বিবৃতিতে জঙ্গিপুর মহকুমার সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে ঐ নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ এবং নিহত কর্মীর পরিবারবর্গকে মুক্ত হস্তে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন।

—সংবাদ-দাতা

পরলোকে ভারতের রাষ্ট্রপতি
ডঃ জাকির হোসেন

গত ৩রা মে শনিবার দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনে বেলা ১১-২০ মিনিটে ভারতের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন আকস্মিকভাবে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ঐ দিন বেলা ১১-১৫ মিনিটের পর তিনি স্নানাগারে প্রবেশ করেন। কিন্তু, দুঃখের বিষয় তিনি আর স্নানাগার হইতে ফিরিয়া আসেন নাই। তাঁহার প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া স্নানাগারের দরজা খুলিয়া দেখা যায় তিনি মেঝের উপর সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে আছেন। চিকিৎসক মণ্ডলীর সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়, তাঁহার লুপ্তজ্ঞান আর ফিরিয়া আইসে নাই।

ডঃ হোসেন ১৯৬২ সালে ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি মনোনীত হন। ১৯৬৩ সালে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৬৭ সাল থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং ৫ বছর কার্য্যকাল শেষ হওয়ার আগেই মৃত্যুর দক্ষিণ হাতের স্পর্শ লাগল ভারতমাতার শ্রেষ্ঠ সন্তানের উপর।

সুশিক্ষিত, সুমার্জ্জিত, যুক্তিবাদী এই দেশপ্রেমিকের সেদিনের প্রতিজ্ঞা বাক্য—

"দেশকে শক্তিশালী ও সুন্দর করে গড়ে তোলাই হবে আমার কাজ, ভারতই আমার দেশ, জনগণই আমার পরিবার।"

সেদিনের সেই প্রতিজ্ঞা বাক্য তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত পালন করিয়া গিয়াছেন—

ইহা জাতি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্বীকার করিবে। এই নিদারুণ সংবাদে সমগ্র ভারত শোকাচ্ছন্ন। তেরদিন জাতীয় শোক দিবস, জাতীয় পতাকা অর্দ্ধনমিত, তিনদিন সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী অফিস ছুটি। সারা দেশের সাথে সাথে জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জ শহরেও নেমে আসে শোকের ছায়া।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্ন যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

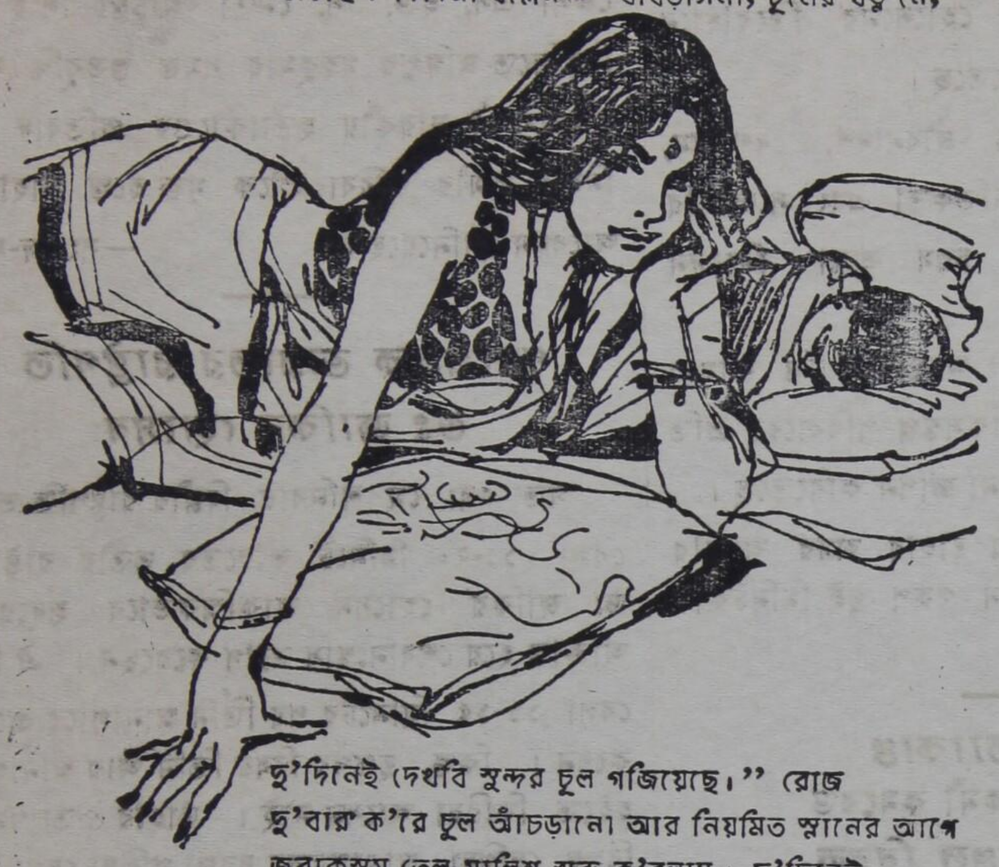

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ০ কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/০, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

দাঁত তোলানোর ও বাঁধানোর
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ডেণ্টাল ক্লিনিক

ডাক্তার শ্রীদীনেশকুমার প্রামাণিক, ডেণ্টাল সার্জ্জেন
পোঃ জিয়াগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

কবিরাজ **শ্রীরোহিণীকুমার রায়,** বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪·০০ চারি টাকা, শহরে ৩·০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার:—প্রতিবার প্রতি লাইন ৭৫ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১·২৫ এক টাকা পঁচিশ পয়সা, পূর্ণ পৃষ্ঠা ৬০·০০ ষাট টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩২·০০ বত্রিশ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ১৮·০০ আঠার টাকা। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)